রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No. 35 রেজিষ্টার নং ৩৫

BERHAMPORE DE.27 73

# অমৃতবাজার পত্রিকা

৬ ভাগ { কলিকাতাঃ—১১ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ২৫এ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৪৬ সংখ্যা

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ আনা। ডাক মাশুল /০ আনা। অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস ও পাবনার অন্তর্গত চাটমোর, হরিপুর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চৌধুরীর নিকট প্রাপ্তব্য।

---

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির টিকিট।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মাসের ২০এ শনিবার এবং তৎপর হইতে ভ্রমণের নিমিত্ত যে সকল প্রথম, দ্বিতীয় ও ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর অর্ডিনারি রিটারণ টিকেট দেওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী ২রা জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। রবিবারে যেরূপ গাড়ী চলে বড় দিনের দিনে আরোহীদিগের গাড়ী সেইরূপ চলিবে।

এজেন্সী আফিস।

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

---

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা ২২২ পৃষ্ঠা ৬৩ খানি চিত্র সম্বলিত মূল্য ১্ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা। বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে।

বিজ্ঞানসার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

This work is eminently fitted as a text book for schools * * It can be safely used for the purpose of scientific instruction. The production does credit to his (author's) abilities and scholarship —*Indian Mirror* Aug. 23.1872.

The author Baboo Beereshur Panda deserves great credit for the attempt he hs made. * * * The book will form a good text for schools.—*Hindoo Patriot* Aug. 26. 1872.

গ্রন্থ খানি যে কেবল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এমন নহে, ইহাতে অতি সরল প্রাণালীও অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পমাত্র সাহায্য লাভ হইলে বালক বালিকারা এখানি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।—সোমপ্রকাশ, ২১শে ফাল্গুন।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের এপুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার হইবে।—অমৃত বাজার পত্রিকা।

লীলাবতী প্রথম ভাগ। সংস্কৃত অনুবাদিত মূল্য ॥০ আনা।

বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ বর্ণপাঠ, মূল্য ৵০। ইহাতে সুপ্রাণালীতে বালক শিক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত পুস্তক ত্রয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কেনিং লাইব্রারি এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

---

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের

শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল /০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী

---

সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির

গণনা পুস্তক অর্থাৎ কাক চরিত্র।

মূল্য ।০ আনা।

এই খানি " Book of Fate " নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং রাণাঘাটের ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুলে বিক্রয়ার্থে মজুত আছে।

---

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফার্শলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

ইং ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

---

শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সারানুসারে শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র জন্মাবধি স্বধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞাপন অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিগ্বিজয় সারগ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য প্রবন্ধে যথাযোগ্য স্থানে মূল শ্লোক অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় যাহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপায় বোধ হয়। যে মহাশয়ের গ্রহণাভিলাস হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গা আমাদের কার্য্যালয়ে ও বারাণসী সোনারপুরায় শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌশীমগঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র বেয়ারিং পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য

| | |
|---|---|
| স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রতি খণ্ড— | ১॥০ |
| বিনা স্বাক্ষরকারী— | ২্ |
| ডাক মাশুল প্রতি খণ্ড | ৵০ |

শ্রীজ্ঞানচরণগুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

---

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহ বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহ যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১॥ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (২৭)

---

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

## বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

---

চন্দ্রনাথ।

উপন্যাস ১৮৮ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা। প্রয়োজন হইলে কলিকাতা বেচুরাম চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পুরাতন চিনা বাজার শ্রীযুত পদ্ম নাথের ৪৮নং দোকানে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে। ৪

---

দুই জন লেভেলীংতে পারদর্শী সরবেয়ার বাঁকুড়া ডিস্ট্রিকট ইন্‌জিনিয়ার আফিসের জন্য আবশ্যক আছে। বেতন মাসিক ৫০ ও ১৫ টাকা ভাতা।

আবেদনকারিদের সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইতে হইবে এবং যাহাদের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক তাহাদিগকে একবারেই এখানে আসিতে হইবে।

*W. B. Christie*
*Executive Engineer,*
*Bancoorah District.*

ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালী।

১৭৪৭ খৃঃ অব্দে ২০এ অক্টবরে চন্দন নগরে দুর্গোৎসব পুজার ভাসানের দিন হিন্দুরা একটী দরগার উপর দিয়া প্রতিমা লইয়া যান। ইহাতে মুসলমান দিগের দরগাটী নষ্ট হইয়া যায়। এই লইয়া উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ীর মধ্যে বিষম বিবাদ আরম্ভ হয় এবং এই বিবাদে এক জন ব্রাহ্মণ হত হন। বিবাদ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। চন্দন-নগরের গবরণর বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের দলপতিকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। হিন্দু ও মুসলমান ইহাতে ভারি অপমানিত মনে করে এবং উভয় দল ঐক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের গৃহ আক্রমণ করিয়া আবদ্ধ দলপতি গণকে কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করে। গবর্ণর প্রথমতঃ তাহাদিগকে নিষেধ করেন কিন্তু তাহা তাহারা গ্রাহ্য না করায় গড় হইতে শিপাহী আনাইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাও তাহারা গ্রাহ্য করে না। গবর্ণর শেষে শিপাহী দিগকে গুলি চালাইতে হুকুম দেন, তাহারা গুলি চালায় এবং ইহাতে আক্রমণকারী দের দুই একটি খুন হয়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহাতে ভীত না হইয়া বরং ক্রমে আরো দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হয় এবং আরো অনেক লোক তাহা-দিগের সঙ্গে যোগ দেয়। ফরাশিশ গবর্ণর পরাস্ত মানেন। তদনন্তর ইংরাজেরা এক দল পদাতিক তাঁহার সাহায্যে পাঠাইয়া দেন এবং তাহারা গিয়া শেষে গোল থামাইয়া দেয়।

১৭৮৮ খৃঃ অঃ ১৩ই নবেম্বর তারিখের কলি-কাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় যে "যে সমুদয় ডাকাইতের উপদ্রবে সুন্দর বন ও ঢাকায় কেহ নৌকায় গমন করিতে সাহস করে না তাহারা সংপ্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা গত ২রা নবেম্বর সোনারামপুরের নিকট যত নৌকা গমনাগমন করে সে সমুদয় লুঠ পাঠ করিয়া লয়। ডাকাইতেরা নৌকায় অবস্থিতি করি-তেছে। তাহাদের সর্দ্দারের নৌকায় কোম্পানির নিশান উঠান রহিয়াছে এবং তাহারা নির্ভয়ে দিনের বেলায় ডাকাইতি করিতেছে। বার্গ নামক এক জন সাহেব নৌকায় কলিকাতায় আসিতে ছিলেন, গত ৩রা তারিখে ১৪ খানি নৌকাতে ডা-কাইতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। বার্গ সাহেব তাহাদিগকে তফাত থাকিতে বলেন। তাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলে যে আমরা তোকে খুন করিতে আসিয়াছি। সাহেব ইহা শুনিয়া তাহাদের প্রতি বন্দুক ছোড়েন কিন্তু ইতি মধ্যে ডাকাইত দিগের একটী তীর আসিয়া তাহার বক্ষ দেশ ভেদ করে এবং তিনি পড়িয়া যান। ডাকাইতেরা তাঁহার নৌকায় আসিয়া উঠিয়া সাহেবকে বল্লমের দ্বারা আঘাত করে এবং তিনি জলে পড়িয়া যান। অদ্যাপি তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সাহেবের দাঁড়ী দিগের এক জন হত ও আর এক জন ভয়ানক রূপে আহত হয়। ৪টা তারিখের প্রত্যুষে এই ডাকাইতেরা ঢাকার নিকট গাজিপুরে আর দুই জন ইংরাজের বজরা লুঠ করে। তাহারা সাহেব দিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছে, এমন কি তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র খানি মাত্র নাই। তাহারা শুদ্ধ ইহা করে নাই, বজরায় যে সমুদয় দাঁড়ী ছিল তাহাদিগকে জোর করিয়া আপনাদিগের নৌকার দাঁড়ী করিয়া লইয়াছে। ঐ তারিখের সায়াহ্নে এই ডাকাইত দল শ্রীহট্টের ওয়াইলস সাহেবের অনুসরণ করে। সাহেব প্রথম নৌকা দ্রুত বেগে চালাইয়া তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার যত্ন করেন, কিন্তু যখন দেখেন যে নিস্তার নাই তখন বজরা ও দ্রব্যাদি ফেলিয়া পলায়ন করেন। ডাকাইতেরা উহার সর্ব্বস্ব লুঠ পাঠ করিয়া লয়। ১৫ই নবেম্বর তারিখে ডাকাইত ধৃত করিবার নিমিত্ত এক জন নায়ক ও আট জন শিপাহী কলিকাতা হইতে খুলনায় রওনা হয়। পথের মধ্যে ডাকাইতেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ ও এক জনকে খুন করিয়াছে।"

ঐ সনে সেপেন্দ্র নামক এক জন সাহেব দশ দাঁড়ী এক খানি পলোয়ারিতে ঢাকায় গমন করিতে ছিলেন তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকা ও নয় শত মন লবণ ছিল। কোলচুরার নিকট তাঁহাকে ডাকাইতে আক্রমণ করে। সাহেবের সঙ্গে দুই জন শিপাহী ছিল। তাহারা ও সাহেব ডাকাইত দিগকে বন্দুক মারিতে থাকেন কিন্তু ডাকাইতেরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে থাকে। সাহেব লাফাইয়া জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরেন। ডাকাইতেরা এক জন শিপাহী ও তিন জন দাঁড়িকে খুন করে এবং অপর সকল কে ধরিয়া নৌকায় দাঁড় টানিতে নিযুক্ত করে।

ঐ সময়ে মেলচিন সাহেব শ্রীহট্ট হইতে শতলরীতে আসিতেছিলেন। কুলপদির নিকট তাঁহাকে ডাকাইতে আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ৮ শত টাকা এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। ডাকাইতেরা ১৪ খানি নৌকায় চড়িয়া আইসে এবং প্রত্যেক নৌকায় অন্যূন ১০০ শত ডাকাইত ছিল। ডাকাইতদিগের সকলেরই শিপায়ীদিগের মত পেষাক। মহিষের চর্ম্ম দ্বারা এরূপ শরীর আবৃত যে বন্দুকের গুলি শরীরে লাগে না।

ঐ সময় ডাও মরণী সাহেবের নগদ ৩৫ টাকা ও ২২০০০ হাজার টাকা দ্রব্যাদি ডাকাইতে লুঠ পাট করিয়া লইয়াছে। এরূপ শুনা যায় যে ডাকা-ইতদিগের নৌকায় একজন মেম ও দুই জন ইংরাজ বালক ছিল।

১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২২এ জুলাই সোমবারে ৩০। ৪০ জন ডাকাইত তলোয়ার ও বল্লম লইয়া আলি-পুরে টার্ণার সাহেবের বাটী পড়িয়া বিস্তর টাকা লুঠিয়া লইয়া যায়।

আমরা গবর্ণমেণ্টের পুরাতন কাগজ পত্র হইতে উপরিউক্ত ঘটনা গুলি প্রকাশ করিলাম। যে দেশে ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ডাকাইতের ভয় ছিল, যে দেশে ইংরাজদিগের ও বন্দুকের প্রতি লোকে ভ্রুক্ষেপ করিত না, সে দেশ এই। আমরা সেই দেশে এক্ষণ বাস করিতেছি এবং সেই দেশে এক্ষণ একজন ইংরাজ দেখিলে কি একটী বন্দুকের শব্দ শুনিলে লক্ষ লক্ষ লোক ভয়ে পলায়ন করে। ইংরাজদিগের এইরূপ সুশাসন, তাহাদিগের এইরূপ আধিপত্য। [এই সমুদয় ডাকাইত আমাদের সমাজের কণ্টক ছিল, আমরা ইহাদিগের ভয়ে অহোরহ কম্পিত কলেবর থাকিতাম। ইহাদিগের নিপাতে দেশের যে কত মঙ্গল হইয়াছে তাহা আমরা অনুভব করিতেও পারি না। কিন্তু তথাচ আমাদের দেশের ডাকাইতের গল্পগুলি শুনিতে আমাদের কত উৎসাহ ও আনন্দ হয়। ইংরাজ-দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা একরূপ ডাকাইত ছিলেন, ফরাশিশদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ডাকাইত ছিলেন, রোমান রাজ্যের ভিত্তি ভূমিও একরূপ ডাকাইতেরা পত্তন করে, মুসলমানদিগের ব্যবসায় ছিল ডাকাইতি। আমেরিকার মহাদেশ ডাকাইতের দ্বারা বিজিত হয়। ইঁহারা সকলেই পর দ্রব্য লুণ্ঠন দ্বারা একরূপ জীবন যাপন করিতেন, অহোরহ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা সমাজ ছিন্ন ভিন্ন করিতেন ও নর রক্তে দেশ কলুষিত হইত। ইঁহারা কোন রাজ নিয়মের বাধ্য ছিলেন না, নৃশংস স্বভাবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কোন বাধাকেই লক্ষ্যকরি তেন না। আমরা পূর্ব্বাকালের কথা পরিত্যাগ করিয়া যে সময় স্পেনীয়, ফারাশিশ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি আমিরিকায় প্রবেশ করেন সে সময়ের কথাও যদি স্মরণ করি তাহা হইলেও আমাদের হৃৎকম্প হয়, আমাদের লোমাঞ্চ হয়। কিন্তু ডাকাইতেরা যে শক্তি প্রভাবে সমাজের কণ্টক স্বরূপ হয় সে শক্তি পরিশোধিত হইলে তাহা দ্বারা আবার সমাজ গঠিত ও উৎকর্ষিত হয়। কাল সহকারে ক্ষমতা ও বৈভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের নৃশংস স্বভাব ইহা-দের পর দ্রব্য লুণ্ঠন স্পৃহা, ইহাদের অধর্ম্মাচরণ, ইহাদিগের রক্ত পিপাসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ইহাঁরা বাহুবলে বীরাগ্রণ্য হন, দেশ বিদেশ জয় করেন, অসভ্য দেশকে সভ্য করেন, দুষ্ট দমন করেন ও ধর্ম্মের প্রচার করেন। যে ইংরাজ, ফারাশিশ আমিরিকাবাসী প্রভৃতির নাম শুনিলে জন সমাজ চমকাইয়া উঠিত তাহারা আজ পৃথিবীর রাজা, সভ্যতার আধার, জ্ঞানের ভাণ্ডার! তাহারা সকলের পূজনীয়, আদর্শ স্বরূপ ও বল ভরসা। আমাদের দেশীয় ডাকাইতেরা যদি অপ্রতিহতভাবে থাকিতে পারিত, যদি ইংরাজদিগের কঠোর শাসনে শাসিত ও নির্ম্মূল না হইত, কারাগারে যাবজ্জীবন অতিবা-হিত না করিত এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ না করিত তবে, কে জানে, আমরাও একদিন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বলবীর্য্যে, সাহসে রণ দক্ষতায় দিগ্বিজয়ী হইতাম, আমরাও রাজ্য স্থাপন করিতাম, অন্যকে শাসন ও শিক্ষা প্রদান করিতাম এবং আজ হয় ত অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বাঙ্গালিরা স্বদেশীয় রাজার অনুরাগ ও গৌরব সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন। ইংরা-জেরা যদি এসমুদয় ডাকইতদিগকে নিপাত না করিয়া তাহাদিগকে এবং ডাকাইত ভিন্ন এদেশে পূর্ব্বে আরো অনেক লোক ছিল, যাহারা বীরত্বে, সাহসে, পৃথিবীর কোন জাতিকে লক্ষ্য করিত না, তাহাদিগকে সৈন্য দলে নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় ও উৎসাহ দিতেন তাহা হইলে আমরা এক্ষণ যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া বাঙ্গালি জাতির গৌরব করি, সেইরূপ বাঙ্গালির যুদ্ধ নিপুণতা, বীরত্ব, সাহস, বলবীর্য্য প্রভৃতি লইয়া গৌরব করিতে পারিতাম।]

### স্মলকজকোর্টের একটী মোকদ্দমা।

গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতার স্মল কজ কোর্টে একটী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। মোকদ্দমার বিবরণ এই। একজন যুবতী মেমের সম্পত্তি তাহার পিতা মাতা আটক করিয়া রাখেন। কন্যা পুনঃপুনঃ দ্রব্যাদি চাহিয়া পাঠান, তাহার পর উকিলের চিঠি পাঠান, আপনি একবার স্বয়ং যান তথাচ তাহার পিতা মাতা দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করেন না। তিনি এই নিমিত্ত তাহাদের নামে স্মল কজ কোর্টে অভিযোগ করেন। প্রতিবাদিদের বারিষ্টার স্বীকার করেন যে, "হাঁ, বাদির দ্রব্যাদি তাহার মক্কেলের নিকট আছে এবং তাহা প্রত্যর্পণ করিতেও তাহাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের কন্যা যেরূপ কৃতঘ্ন তাহাতে এই মোকদ্দমার খরচার প্রতি আদালতের কিছু বিবেচনা করা উচিত।" ইহা বলিয়া তিনি বাদিনীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কন্যাটী সাক্ষ্যে যে সমুদয় কথা বলেন তাহা প্রকাশ করা দূরে থাকুক পড়িতে আমাদের লজ্জা হইল। বারিষ্টার জেরা দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইলেন যে তাহার পিতা মাতা তাহাকে ভারি ভাল বাসিতেন ও যত্ন করিতেন, তথাচ তিনি কুলটা হইয়া তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছেন। বাদিনীর পক্ষীয় বারিষ্টার ইহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাহার মাতার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার সাক্ষ্যে তিনি একে একে স্বীকার করিলেন যে তিনি জানিয়া শুনিয়া তাহার কন্যাকে অসৎসঙ্গে রাখিয়া দেন এবং তাহাতেই তাহার কন্যা ধর্ম্ম নষ্ট করে। এই মাতা কন্যার সাক্ষ্যগুলি পড়িলে আমাদের আতঙ্ক হয়। ভয় হয় পাছে এই সমুদয় অনিষ্টকর উদাহরণে আমাদের বিশৃঙ্খল সমাজে আরো গরল প্রবেশ করে। আমাদের সমাজে যে পাপ ও দুষ্কর্ম্ম নাই তাহা আমরা বলি না। তবে সামান্য ৫০।৬০ টাকা খরচা বাঁচিবার নিমিত্ত লোক পরিপূর্ণ আদালতে মাতা পিতার দ্বারা কন্যার মুখ হইতে তাহার দুষ্কর্ম্মের কাহিনী এবং কন্যা কেবল প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত মাতার মুখ হতে তাহার দুষ্কর্ম্মের কথা বাহির করা দূরে থাকুক আমরা মনেও ইহা আনিতে পারি না। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই মেম সাহেবেরা সামান্য লোক হইবেন। ইহারা আমাদের দেশের কাওরা, ডোম, মুচি প্রভৃতির ন্যায় একেবারে সামাজিক মান মর্য্যদা সমুদয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু তাহা নয়। বিপক্ষের বারিষ্টার মেমকে "লেডী" বলিয়া সম্বোধন করেন, ইহাদের একজন উইলসনের হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাদের একজনের কুটুম্ব কাপ্তেন, আবার বাদিনীর পিতা গবর্মেণ্টের চাকুরি করিতেন।

আমরা বুঝিতে পারি যে ইংরাজদিগের দেশে সামাজিক অপেক্ষা আইনের অধিক শাসন। ন্যায্য বিচারের নিমিত্ত যদি কেহ কোন আত্মীয়কে বিপদাপন্ন করেন কি তাহার কৃত দুষ্কর্ম্ম জগত রাষ্ট্র করেন তাহাতে তাহার তত কলঙ্ক হয় না। কিন্তু যাহা হউক হিন্দুর হৃদয়ে এ গুলি সহ্য হয় না। বোধ করি এদেশের মধ্যে এরূপ নরাধম কন্যা কি পিতা মাতা নাই যে যাহারা এরূপ সামান্য অর্থের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে কন্যার কি মাতার কলঙ্ক প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের মুখ হইতে নির্গত করাইতে পারে। আমরা উপরের মোকদ্দমা প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু আজ কাল এদেশীয় অনেকে সাহেবদিগের সঙ্গে সমাজ সমাজিকতা করিতে চান। ইহারা যদি উচ্চ পদস্থ সুশিক্ষিত সাহেবদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারেন সে একরূপ মন্দ নয়, কিন্তু যে শ্রেণীর সাহেবেরা উপরিউক্ত মোকদ্দমায় ব্যাপৃত ছিলেন তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলে অনেক সময় মনস্তাপ পাইতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অনেকের এখন আন্তরিক যত্ন হইয়াছে যে সাহেবদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করেন কিন্তু যে সমাজে এরূপ সমুদয় কুৎসিৎ কার্য্য হয় তাহার যে কোন না কোন স্থানে দূষিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব ইহারা যেন একটু সতর্কের সঙ্গে চলেন।

---

ব্লনডিন নামক ফরাসীস দেশীয় এক জন বাজীকর কলিকাতায় আসিয়া দড়া বাজী দেখাইতেছেন। আড়াই শত হাত লম্বা এক গাছী মোটা নারিকেলের কাছী ৩০।৩৫ হাত উচ্চে টান টান করিয়া সরল ভাবে দুইটী মোটা খুঁটীতে বাঁধা আছে। রজ্জুর দুই প্রান্তে ২।৩ হাত পরিসর কাষ্ট নির্ম্মিত দাঁড়াইবার দুইটী স্থান আছে। কপিকল দ্বারা ব্লনডিন একটী খুঁটী বাহিয়া রজ্জুর এক প্রান্তস্থিত একটী কাষ্টাসনের উপরে উঠিলেন। নীচে ব্যাণ্ডে বিলম্বপদী একটী তাল বাজিতে লাগিল। প্রসিদ্ধ বাজীকর দুই হাতে একটী তুলা-দণ্ড ধারণ করিয়া তালে২ দড়ার উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পায়ে এক জোড়া রবারের জুতা ছিল। বিপরীত দিকের কাষ্টাসনে উপস্থিত হইলে ব্যাণ্ডে দ্রুতপদী তালে আর একটী তাল বাজিতে লাগিল। তিনি সেই তালে২ পা ফেলিয়া বিপরীত দিকে আসিতে লাগিলেন। তৃতীয় বার যে তাল বাজে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর। তাহার সঙ্গে২ ব্লনডিন যে চলিতে লাগিলেন সে এক প্রকার অর্দ্ধ দৌড়ান। এই তিন বারই তিনি দড়ির মাঝ খানে আসিয়া খানিক ক্ষণ এক পায়ে তুলা-দণ্ড হইতে বাম হাত কি দক্ষিণ হাত ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তৃতীয় বার তিনি একবার দড়ির উপর শুদ্ধ একটী জানু ন্যস্ত করিয়া অন্য পদ শূন্যে রাখিয়া বসেন, এক বার "নাড় গোপালের" মত হইয়া বসেন, একবার উল্টাইয়া পড়েন, একবার দড়ির উপর শুদ্ধ মাথা রাখিয়া পা উপরের দিকে দিয়া থাকেন, আর এক বার চিত হইয়া শয়ান করেন। এবং তিন বারই পশ্চাত্ দিকে ৮।১০ পদ গমন করিয়াছিলেন। তার পরে দেখিলাম তিনি অগ্রে একখানি বস্ত্র খণ্ড দ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিলেন, তৎপর একটী জামা পরেন তাহাতে মস্তক, মুখ, চোখ, ঢাকিয়া পা পর্য্যন্ত পড়ে। এই রূপ কৃত-অন্ধ হইয়া তিনি একটী বিলম্বপদী তালে আসিতে লাগিলেন, মাঝে২ ভান করিয়া পড়২ হন দেখাইতে লাগিলেন, একবার দড়ার উপর পতিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর একটী পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পৃষ্ঠে করিয়া আইলেন, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মাঝ খানে আসিয়া লোকটীকে ফেলিবার জন্য যেরূপ শরীর লাড়িতে হয় সেইরূপ লাড়িলেন। তদনন্তর একখানি চেয়ার লইয়া দড়ার মাঝ খানে পাতিয়া তাহার উপর বসিলেন, এবং তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চেয়ার খানি নানা ভাবে দড়ার উপর স্থাপিত করা হয়, কখন শুদ্ধ দুইটী পায়া, কখন ৩টী পায়া, দড়ির উপর রাখিয়া তাহার উপর বসা, ও উঠিয়া দাঁড়ান হয়। তাহার পর একটী ক্ষুদ্র টিন নির্ম্মিত রন্ধন গৃহ দড়ির মাঝ খানে স্থাপিত কয়িয়া কয়েকটী ডিম্বের বড়া ভাজা হয়। শেষ বার একখানি ছোট বাইসিকিলের (সম্মুখ সম্মুখী দুই চাকার গাড়ি) উপর বসিয়া দুই পা দিয়া চাকা ঘুরাইয়া দ্রুতবেগে গমন ও পশ্চাদ্গমন করা হয়।

ব্লনডিন এই রূপ কীর্ত্তী সকল দেখাইতেছেন। তাঁহার বাজী দেখিতে লোকারণ্য হইতেছে। আমাদের দেশে এক রূপ দড়া বাজী আছে। এদেশীয় দড়া বাজীকর দিগকে আমরা অন্যান্য বাজী ছাড়া এই কয়টী বাজী করিতে দেখিয়াছি। খড়ম পায় দিয়া, মহিশের সিং পায় বাঁধিয়া সেই দুই সিঙ্গের উপর ভর দিয়া, মাথার উপর ৫।৬ টা কলসী স্থাপিত করিয়া চলিয়া যাওয়া, এবং পশ্চাদ দিকে আসা, এবং উক্ত রূপ অবস্থায় দড়ার মাঝ খানে গিয়া বিষম বেগে দৌড়া। এবং একখানি থালার উপর মস্তক রাখিয়া দুই পা শূন্যে স্থাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে দড়ার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত যাওয়া।

---

অনারাবেল দ্বারিকানাথ মিত্র পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু আরাম হইয়াছেন। জগদীশ্বর করেন তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করেন।

---

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের এদেশ পরিত্যাগ করা একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পেল সম্ভবতঃ তাহার স্থলে নিযুক্ত হইতেছেন।

---

আগামী ফেবরুয়ারিতে নেটিব সিবিল সরবিস পরীক্ষায় যাহারা উপস্থিত হইবার অভিপ্রায় করেন তাহাদের ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে আবেদন পাঠাইতে হইবে।

---

তাকাবি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন তাহা কৃষ্ণনগর জেলায় জারি হইল।

---

নেটিব সিবিল সরবিস সম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম সকল গত কল্যের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আগামিতে উহার সারাংশ প্রকাশ করিবার যত্ন পাইব।

---

গতবৎসর ১৫৬ জন নেটিব সিবিল সরবিসে উত্তীর্ণ হন। ইহার ১৩৯ জন কর্ম্ম পাইয়াছেন। এবং ইহাদের মধ্যে ১২ জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, ৫৮ জন সব ডিপুটী এবং অপর সকলে কাননগু পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

---

আসাণ্টিরা যদিও দুই যুদ্ধে পরাভব হইয়াছে তথাচ ইংরাজেরা ভরশা করিতেছেন না যে যুদ্ধের অবসান শীঘ্র হইবে। তাহারা ক্রমে হেরিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু বোধ হইতেছে প্রানদীর নিকট গিয়া আবার তাহারা যুদ্ধে অগ্রসর হইবে।

স

# THE AMRITA BAZAR PATRIKA

*CALCUTTA—THURSDAY, 25th Dec.* 1873.

It has been now definitely settled that Sir Richard Temple succeeds Sir George and that the latter retires in the month of April. His Honor no longer makes secret of the matter.

---

The Indu Prokash is deeply grieved to find that Rao Bahadoor Ranade M. A. L. L. B. has married "a little virgin girl of 11 or 12 years" of age. We did not know that it was a great sin in Bombay to marry a virgin.

---

Barisal is foremost in the field. Headed by Messrs. Bainbridge and Tottenham the people have organised themselves into a famine relief committee and a handsome sum subscribed on the spot. Mr. Bainbridge alone subscribed Rs. 1000. The names of other donors will be found in another column.

---

A correspondent writes us from Dehee Arparah, in Jessroe :—

"Although we do not apprehend an actual famine, we fear we shall have a severe dearth. The royts here are very poor and they have hardly any means to meet the impending calamity. Their distress is further increased by an attempt on the part of their zemindars to measure their lands at this time of scarcity. This has thrown them into a great dilemma. Their zemindar is the minor of Goverdanga who is now under the Court of Wards. The ryots applied to the Collector of Jessore to postpone the measurement till the next year, but I am really grieved to say that Mr. Smith has lent a deaf ear to it. Some of the royts have gone to Calcutta to appeal to Lord Ulick Browne against the order of the Collector of Jessore and I earnestly hope that His Lordship will be graciously pleased to grant the prayer of the poor ryots."

---

In our last we referred to a letter said to have been addressed by His Honor to the Governor General in the case of the now celebrated Abdul Kadir. The *Englishman* has contradicted the fact but there are cricumstances which incontestibly prove that the rumour is not altogether without foundation. If there is no truth in the matter why did Mr. Phear refuse to sit? How the fact is to be accounted for that Abdul Kadir telegraphed from his prison to his barrister at Calcutta that his case will not be tried by Mr. Phear but by a Special Bench consisting of two Civillian Judges? These and other facts which are yet to be made public show beyond a shadow of doubt that the Lieutenant Governor did take certain action derogatory to the dignity of the High Court.

---

In our last we requested the Government Translator to rectify a mistranslation, and we are thankful he had not only done that but has written a short leader on the subject. We hope our readers will pardon us if we quote from the same. He says :—

"The *Amrita Bazar Patrika*, in its issue of the 18th December, calls upon the Government Translator to rectify a mistranslation of the sentiments intended to be conveyed in his article, headed "The Dreaded Famine," in the issue of the 4th December. We regret to say that we adhere to that translation, except as to the word *mishap*, which we considered it necessary to use in order to make the sense of the latter sentence tally with the former. The original will bear a double meaning. It may represent Lord Northbrook as having a cold imperturbable spirit, not to be moved by any circumstances, until the danger arising from them is imminent,—or, as having a calm, cool, resolute disposition, and ready for any emergency. Only as an opposite disposition, attributed to Sir George Campbell, is considered to be a fortunate thing, we gathered that the preceeding form of expression was intended. A literal translation of the passage in question is appended :—

"We have very little acquaintance with him (Lord Northbrook) but so far as we have seen, we believe that he is a person of a very cold temperment. Unless a matter reaches its greatest strength he does not take notice of it. If the person in whose hands are entrusted the weight of the administration of the whole of India has so impenetrable (or impervious) and unmoved a temperament, a hope must be entertained of *more good than evil* from him. We have not yet forgotten the Orrissa famine. God grant that Lord Nothbrook may not fall into the error which was committed then! But fortunately, Sir George Campbell is of an exactly opposite temperament to Lord Northbrook, and the Lieutenant Governor can by his energy and attention rectify any blunders whatsoever that Lord Northbrook may commit."

In other words the Translator says that he made no mistake in his previous translation except using the word *mishap* for which he means to substitute evil. Now in his previous translation he made us say that "nothing but evil (mishap) can come of such a man" and in his last translation he makes us say that "more good than evil is expected of him." He admits that he made a mistake in using the word mishap but he sees no difference between the sentiments expressed in his first and second translations. There is however a difference we presume. In his first translation Lord Northbrook is described as a d—l, in his second as an angel and if he does not think that there is much difference between two such descriptions, we regret we do and we request the Translator in future not to be guided by his own sentiments in such matters. We defy Pandit Vidyasagore or Babu Rajendra Lal to discover a double meaing in the expression "যাঁহার হাতে সমস্ত ভারতবর্ষের শাসন ভার তাঁহার ধাতু এরূপ অভেদ্য ও অবিচলিত হইলে অনিষ্ঠ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলের প্রত্যাশাই করা যাইতে পারে।" He need not have taken the trouble to discuss in his mind that since the sanguine Sir George Campbell was praised, so the phlegmatic Lord Northbrook must have been blamed. He might have done his duty best by giving a literal translation as he has done the second time and left the matter to philologists, poets and phiosophers to discuss. To say that the *Patrika* or any other native Journal is fond of a hot tempered ruler is to say that Sir George Campbell is very popular with the native press. Why is Sir George so unpopular, because of his temper and feelings which he knows not how to control. Why is Lord Nothbrook so popular because he is not hot tempered like Sir George. To be a good Governor he must be of an "impenetrable" and "unmoved" temperament not to be easily swayed by his feelings, passions, prejudices and every breeze of public opinion. Such Governors do more good than evil but sometimes commit mistakes by acting over prudently. The mistakes of such Governors are oftentimes rectified by the over-zeal of their advisers and so we expressed a hope that what is wanting in Lord Northbrook will be made up by his enthusiastic Lieutenant.

---

THE BARODA SOVEREIGN PRINCE—Jungoo the son of a Mahamudan courtezan had an itching palm. Not that he loved money like Cassius but he was passionately fond of beating. Strong, hardy and brave, he was the natural leader of the urchins who followed him; he was their master, their umpire in their quarrels and no Baboo was in greater awe of his Engreze lord than the children were of their Captain Jungoo. But at times Jungoo felt himself in an awful fix—his palm itched violently and he found no opportunity of satisfying his passion. Not that he had any want of victims, he was constantly attended by a number of children, but they were so obedient, so submissive that Captain Jungoo in spite of the irresistible itching knew not how to allay the sensation in his plam. At such times when goaded to madness by this unfortunate passion he would seize the nearest victim and command the boy to give him few slaps upon his back. Of course the terrified boy would not hear him, but then the Captain would compel him by force to obey his orders, and as Jungoo would receive the slaps upon his back he counted them. Now Captain Jungoo felt that he had a right to retaliate, and he satisfied his passion to his heart's content. Jungoo was an illiterate boy of 15 but he followed a policy which has been oftentimes adopted by the wise and enlightened British Government. Nothing gives the Government so much pleasure as a quarrel, but unfortunately now a days quarrels are not to be picked up like stones. Alexander wept because he had no other worlds to conquer, and the British Government is actually dying by inches of ennui. The Continent of India has been conquered, proud princes humbled, revolts suppressed and the nation disarmed; surely the British India Government cannot exist without some sort of healthy and lucrative exercise. Tiring the patience of a people or a prince by petty acts of tyranny and unnecessary interference is in itself a very refreshing and invigorating pastime, but if it leads to a revolt what a glorious opportunity for the British Government to give a healthy and lucrative exercise to its limbs! Now Guickwar with all his faults is very submissive and obedient to the Government, and he never entertains the ambition of crossing swords with the paramount power, but it appears that this is a matter of sorrow than otherwise to the Government. To provoke one into a quarrel the Government should have sought Scindia or Holkar but not Guickwar.

The house of Guickwar was founded by Peelajee at a time when Scindia and Holkar found theirs. Damajee Guickwar conquered Ahmedabad in 1755 and was succeeded by his son Futteh Sing whose eleven nephews quarreled amongst themselves for the throne and as usual the aid of the English was sought. The thin end of the wedge thus introduced the English became masters of Baroda and Kattyar. Two masters can never govern a country well and mis-government commenced since then. The duties of a Political Resident are manifold. He is a detective, a spy, an umpire, a judge, a go-between, a minister, a night-mare and at the same time a representative of the paramount power. A political agent was appointed to observe the movement of the Guickwar, and the prince after the suppression of the Sepoy war received his sunnud from Lord Canning in 1862. This is the wording of the patent :—

Her Majesty being desirous that the Government of the several Princes and Chiefs of India, who now govern their own territories, should be perpetuated, and that the representation and dignity of their Houses should be continued; in fulfilment of this desire, this Sunnud is given to you to convey to you the assurance that, on failure of natural heirs, the British Government will recognize and confirm any adoption of a sucessor made by yourself or by any future Chief of your State that may be in accordance with Hindoo law and the customs of your race. Be assured that nothing shall disturb the engagement thus made to you so long as your House is loyal to the Crown and faithful to the conditions of the treaties, grants, or engagements which record its obligations to the British Government.

From about 2 millions of people covering 4,399 square miles the Guickwar draws a revenue of upwards of 60 lacs. He holds the third place as regards wealth, but as regards salute he holds the first rank with the Nizam, receiving a Royal salute of 21 guns. The State of Baroda however is more thickly peopled and more wealthy than any other native and perhaps British Indian State. The state is at least as thickly peopled as Bengal and certainly wealthier, it is in fact Oude in miniature. Oude was misgoverned and that pretext did well for the annexation of the province, and no wonder that certain members of Government should affect to believe that the State of Baroda is misgoverned too. After all we hope the object of appointing the Commission to inquire into the affairs of the Baroda state was not to provoke Guickwar to rush into the mouth of the British Lion. Now in the Sunnud granted to Guickwar by Lord Canning it was assured that the dignity of his House shall be preserved. This part of the engagement has been rudely broken by the British Indian Government and the dignity of Guickwar grossly outraged. Why was a Sovereign prince suffered to undergo the indignity of being tried by common Englishmen? Why were not his peers appointed to try his case? Why were not sovereign Princes like himself requested to enquire into his affairs? That would have a most salutary effect in silencing adverse criticism, and in telling most favorably upon the feelings of the Judges, the culprit, and the whole nation. Indeed the object of the appointment of the present Commission is too deep to be fathomed. The prince cannot be deposed so long he does not prove a traitor to the British Government or a hope-

less tyrant. He has but recently succeeded his brother, and it is not as yet time to prove him to be a "hopeless tyrant." Is it to prove him a hopeless tyrant hereafter that the present Commission has been appointed? This means that the Baroda Chieftain has nothing to fear this time, that he will be simply warned and discharged, but it will be easy after appointing a second Commission to prove him a tyrant who has no hope of reform. For to appoint a Commission such as has been appointed is to pronounce the verdict beforehand. Such an ordeal no native state, no, not even the model states of Travancore and Cochin can pass thro' successfully. And can the British India Government itself? Why was then the India House so very nervous when there was a demand for a Royal Commission of Inquiry? But a Royal Commission of Inquiry to enquire into Her Majesty's affairs is somewhat different from a Commission of Inquiry into a foreign and subordinate state. It is said that startling disclosures have been made and horrible oppressions on the part of Guickwar have been brought to light, but we have yet to know what disclosures a Royal Commission of Inquiry in India would make. Without going to mind others' affairs the British Indian Government should have first ascertained how the people are faring placed under it by a Divine Providence. The Baroda Commission is a mistake and it will unsettle the minds of other princes and create a sympathy for Guickwar guilty though he be. The paramount power must protect the people from oppression, but you cannot do it by pitting the prince against the people and the people against the prince. The labors of the Commission ended, will not the Chieftain take signal vengeance upon those who are now taking part against him; and if after all he is deposed, will not the fact create a panic amongst other princes of India similar to the one which existed during the time of Lord Dalhousie, and make the British India Government unpopular in the extreme? We deeply regret that such transactions should take place at a time when the helm of affairs is in the hands of a wise and universally popular Governor. The native princes are not guided by international laws, they are protected from rebellion and intestine dissessions by the paramount power, and the latter is in duty bound to protect the people from the oppressions of their princes. But to protect the people from the prince is one thing and to sow dissensions is a quite different thing. The problem no doubt is a difficult one and it must be solved by profound British politicians sooner or later, but we think the best course would be to govern British India so well as to tempt the subjects of the Native Princes to emigrate into British territory. This is a task which is not difficult for the enlightened and generous British people, and if by this means the subjects of native princes are drained, it will compel them to follow in the wake of the paramount power to put a stop to their ruin. For ruined they will be if our Government can induce their subjects to forsake them to come to our country. Perhaps just now they do not see much difference or they would have emigrated in large numbers.

---

LORD NORTHBROOK ON THE FAMINE—The Viceroy in his reply to the address of the Agra Municipality took a sanguine view of things in Bengal, and almost succeeded in pursuading the Bengal Government and along with it the people in general that there was no reason to dread a famine properly called in the land. His Excellency's opinion has since undergone a change, and he now takes a far gloomier view of the matter than he did at Agra. In the course of his journey from the Noth-West to Calcutta, Lord Northbrook has had the opportunity of passing through a part of Behar, in which the worst scarcity is apprehended, and of conversing with the Commissioners of Patna, Bhagulpore and Rajshaye, and the result was that His Lordship thought that "the present condition of affairs is on the whole much the same as it was at the same time in the year 1865." So according to our Viceroy's calculation what 1866 was for Orrissa the year 1874 may be for Bengal, and well may we tremble at the bare possibility of being visited by a catastrophe similar to that of Orrissa famine. It is next to impossible to ascertain the loss of crops caused in Orrissa by the drought in 1865. The Famine Commissioners however conjectured that while the more favorably situated tracts yielded about a half or perhaps in some few instances slightly more, the less favorably situated yielded very much less. On the whole, the Commissioners estimated that there was gathered a little above a third of a full crop. And how did this scanty harvest tell upon the people of Orrissa? They suffered from a famine which is, according to the Commissioners, "the most intense India has seen." And what was the extent of mortality brought on by this terrible calamity? This will never be ascertained with accuracy. Mr. Ravenshaw the Divisional Commissioner, however, estimates it at not less than one-fourth of the population, and the Famine Commissioners, after careful investigation, comes to the same conclusion and says "the mortality has undoubtedly been so great among the old and the young of so many families which have escaped total destruction, and in so many parts the great mass of the proper labouring population (as distinguished from farming ryots) seems to have been really so much swept from the face of the earth, that we cannot take on ourselves to say that the estimate of one-fourth is too high, even in parts which have not suffered much from the floods of 1866." Now we find from the Report of the Famine Commission that the area and population of the districts of Pooree, Cuttuck and Balasore which suffered intensely are 7809 square miles and 2407425 souls. So with a six ana corp upwards of six lakhs of people perished in Orrissa. Next to Orrissa, the suffering was the greatest in Manbhoom and Singhbhoom and next to these comes the district of Midnapore. In Manbhoom the mortality was upwards of 18 per cent, or nearly fifty thousand people died; in Singbhoom the Deputy Commissioner estimates the total mortality at 12½ per cent, or the number of deaths there was above twenty thousand, while in Midnapore about a half lakh of people died of starvation. And these districts according to the Commissioners yielded between one-third to one-half of an average crop. Now let us compare the outturn of the crops of 1873 with that of the crops of 1865. In doing this we have recourse to the reports of the district officers a copy of compilation from which has been kindly sent to us by Government. We glean from it the following facts. The lower delta and the littoral districts comprise Orrissa, part of Midnapore, part of Jessore, Backergunge, Noakally and Chittagong. In Orissa this year a full average crop will be obtained; in 1865 only one-forth to one-half of an average was reaped. The other districts in this tract will give fair crops, as they did in 1865. In the western part of Bengal below the uplands, Hoogley Proper is estimated to be worse than it was in 1865. The tract forming the central delta districts may give nearly as good an outturn in 1873 as they did in 1865. But the reports from the districts of Northern Bengal agree that the crops of 1873 will produce about half the out-turn of 1865. Then in the Eastern districts, the yield will be on the whole somewhat less than in 1865. Then the crops of 1873 over the whole of North Behar are much worse than they were in 1865. From the above there can be no question that the crops of 1873 have, at any rate in the distressed tracts, been worse than those of 1865. That year was no doubt preceded by bad seasons, while the crops of 1871, 72, were good; but this does not affect our position for the better. It has never been the custom in Bengal to store up the surplus harvest of previous years, what food grains we gather in the year are nearly consumed before the year is over. We have thus very little to do with the bumper harvests of the years 1871 and 1872. Our position is then reduced to this: we enter the next year with food grains which are far less in quantity than they were when the Ooriahs entered the year 1866. And what is the estimated out-turn of the food-crops of 1873.74? Let one of His Honor's Special Narratives of Drought of 1873 answer this question. In the littoral districts of Orrissa and Bengal, including the southern border of the Delta, population 11 millions, from three quarters to a full average crops is expected; in the lowlands of Western Bengal, the seaboard included, population 3½ millions, about one-half of the yield of a full average year; in the Central Delta districts, population 7 millions, from one-half to three quarters of a fall average crop; in Northern Bengal, population 7 millions, one-quarter to one-third of a full average crop; in Eastern Bengal, population 7 ½ millions, from one-half to two-thirds of a full average crop; in the uplands of Bengal and Chota Nagpore, population 7 millions, from one-half to three-quarters of a full average crop; in North Behar, population 11 millions, one-quarter to one-third of a full average crop, and in South Behar ditto. The information we have gathered on the subject does not agree with the above, for it is of a far gloomier nature than what the Government returns supply us, but taking the above statement to be true, it is probable that we shall gather in on the whole above an eight ana average crop. Now we have seen that in Orrissa, Chotanagpore and Midnapore with a six ana crop the mortality was nearly seven hundreds of thousands, but if we contemplate that the area of the present distressed tracts is five times greater than the areas of Orrissa and Bengal which suffered intensely in 1866, the prospect of a nine or ten anna crop with almost no food-reserves in the country could indeed hold out a very poor hope of our being spared the dreadful scenes of 1866. Indeed the position of Bengal in 1873 is far more crtical than that of Orrissa in 1865. But the most cheering feature of the period is the attitude taken by Government in preparing to meet the impending famine. Unlike the Government of Sir John Lawrence, our present Governor-General is fully alive to the grave responsibility of his position, and instead of amusing himself with holding durbars, or squandering away money to preserve the pomp of the State, he is amidst us and is right earnest in devising means to cope with the difficulty. He has personally inspected a portion of the most afflicted tracts and his conversation with the Commissioners has no doubt given him a definite idea of the apprehended famine. The Commissioner of Bhagulpore very properly brought to His Lordship's notice that the poor middle class men who are mostly cultivators in Bhagulpore will not in way be benifitted by the relief-works, and suggested that advances of money or grain might be made to them, to be afterwards recovered with interest. In fact these are the men on whom the pressure of the scarcity will be most severe, and if something is not done for them, we will not be surprised if they die by hundreds and thousands as persons of this class did die in Orrissa in 1866. They would rather starve themselves to death than work with coolies, nor would their feeble constitutions enable them to dig a well or carry loads on their heads. We are really pained to see that Lord Northbrook is not willing to stretch out his helping hand towards these unfortunate people in a direct manner. He would leave them to the tender mercies of the zemindars, "whose natural duty it is" he says "to assist them in passing through this temporary difficulty." His Lordship wishes that zemindars will either make advances to such cultivators from their own funds, or borrow money from Government to help them. It is no doubt the duty of the zemindars under whom such cultivators hold to assist them, but is not the State equally bound to support them? Lord Northbrook is perhaps afraid that by making direct advances to these cultivators Government might suffer some loss as difficulty will be found with regard to proper security for such advances' he is therefore anxious that such advances must pass through the hands of the zemindars who shall stand security for their repayment and thus Government money will be safe. At a time when a national calamity threatens the land and thousands and ten thousands of human lives are in question, Lord Northbrook, we respectfully submit, ought to be above such a cold and calculating policy. The teaching of the Orrissa famine ought to be a warning to His Lordship. Government did then also leave the catastrophe to be met by private charity and the result was the death of hundreds of people from starvation. The zemindars are not generally rich and those who are rich are not generally the best of men. What guarantee then Government has that the poor cultivators will receive aid from their landlords? This is not the time when Government should quarrel with the landholders and point them out which is their duty and which is not; nor is it fair or just that the State should palm over its duty to the zemindars, who to do them justice, will be hard pressed if they are alone made to feed the poor, nor is it likely that they would ever recover the advances they are required to make to the cultivators, as most of them have nothing to pay, while the land belongs to the zemindars. We earnestly hope that Lord Northbrook will not abandon the poor middle class people to the hands of their zemindars, but directly co-operate with the latter in alleviating their distress.

---

ADVERTISEMENTS.

NATIONAL THEATRE.
CHITPORE ROAD, JORASANKO.
Saturday, the 27th Dec. 1873.
The most successful Martial Drama
HEMLATA.
*Prices of admission :*
*First class Rs 2 ; Second class, Re 1 ; Third class 8 as.*
*Performance to commence at 8.*

GREAT NATIONAL THEATRE.
Grand Beadon Street Pavillion.
WEDNESDAY, the 31st DECEMBER. 1873.
50 voices'
Welcome Song,
Accompanied with instrumental music.
The romantic, interesting and original Drama.
"KamyaKanana."
Or the
Enchanted Garden.
To conclude with the Laughable Farce
" Young Bengal."
Tasteful sceneries by D. Garik.
Orchestra and Music under the leadership of some of the real
Masters of the Sublime Art.
Dharmadas Soor,
*Manager.*

## সংবাদ।

—পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক জন বাঙ্গালী একটী নূতন খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং তাহার অনেক গুলি শিষ্য হইয়াছে। তাহারা বাইবেলের লিখিত খৃষ্টের আদি শিষ্য দিগকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করেন। তাহারা রোগ হইলে ঔষধের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টের নিকট প্রার্থনা দ্বারা রোগ মুক্ত হইতে চান। তাহারা একটী দেশীয় খৃষ্টানের সহিত এই বলিয়া একত্রে মাংসাহার করিতে চান না যে তাহা হইলে তাহার হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইবে এবং এ কার্য্য পৌলের উপদেশের বিপরীত। খৃষ্ট ধর্ম্ম হিন্দুর হস্তে পড়িয়া ক্রমে উহা হিন্দু ধর্ম্মের অবয়ব ধারণ করিতে চলিল।

—কে বলে পশু জাতির বন্ধু নাই? আমাদের কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে একটী কুকুর পাঁচটি ছা প্রসব করিয়া দিন কয়েক পরে মরিয়া যায়। সকলে ভাবিয়াছিল যে মাওড়া বাচ্ছা গুলি অনাহারে মরিবে অথবা শৃগালের পেটে যাইবে। কিন্তু কেমন বিধাতার কাণ্ড! ঐ বাটীতে আর একটী মদ্দা কুকুর ছিল, সে ঐ বাচ্চা গুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছে! রাত্রি দিন ঐ বাচ্চাদের কাছে থাকে, এবং কাহাকেও উহাদের নিকটে যাইতে দেয় না। সচরাচর বিয়ন্ত কুকুরের স্বভাব যেরূপ উগ্র হয়, ইহারও ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। মধ্যে২ এক এক বার এ বাড়ী ও বাড়ী গিয়া কিছু খাইয়া আসে এবং বাচ্চাদের কাছে আসিয়া উগরাইয়া দেয়, তাহারা উহা খাইয়া জীবন ধারণ করে! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শিয়াল তাড়ায়।
—গ্রামবাসী

আমরা হিন্দুহিতৈষণীয় কারাগার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী অতিশয় আহ্লাদ সহকারে উদ্ধৃত করিলাম। হিন্দুহিতৈষিণী পাঠে আমাদের কতক আশা হইল যে বাঙ্গালির হৃদয় হইতে আর্য্য জাতির ধর্ম্ম একেবারে অপনীত হয় নাই।

"যমের বাড়ী নরকের চৌরাশীটী কুণ্ড আছে। যম দূতেরা পাপীদিগকে সেই কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ড পার্শ্বে বসিয়া থাকে, মস্তক তুলিলেই লৌহ মুদ্গর দ্বারা পীড়ন করেন। নব্যরা এ সকল কথা লইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। সহস্র বৎসর পরে যদি কেহ ইতিহাসে পাঠ করেন যে, সুসভ্য ইংরেজ অধিকারে ক্ষুদ্র আর বৃহৎ ভারতবর্ষের সকল প্রকারের পাপীকেই কারাগারে লইয়া কলুর বলদের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত, ইহাতেও তিনি অনল্প বিস্মিত হইবেন। আমরা বলি পাপানুরূপ যন্ত্রণা প্রদান করা হউক, কিন্তু সহ্য হইবে কি না তাহাও দেখা উচিত। এক জন ইতর দস্যু যে পরিশ্রম করিবে এক জন ভদ্র ভূম্যধিকারীও সেই পরিশ্রম করিতে পারিবে? ভূম্যধিকারীর যে অসহ্য যন্ত্রণা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। অপরাধী হইলে যে তাহার মান সম্ভ্রম বা শক্তি দেখিতে হইবে না ইহা যুক্তির অনুমোদিত নহে। পূর্ব্বে কয়েদি দ্বারা সুরকী কোটার কার্য্য করাইলেই লোকে তাহাতে চমৎকৃত হইতেন। বরিশালের নীলকণ্ঠ রায় দ্বারা এক জন মাজিষ্ট্রেট কোন পথের কার্য্য করাইয়াছিলেন, সেই কার্য্য আজ পর্য্যন্তও লোকে আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে করে। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় যে গবর্ণমেণ্ট ভদ্র, ইতর যে ভাবের কয়েদী হউক পরিশ্রম করিবার অনুমতি থাকিলেই তাহাকে কলুর বলদের কার্য্যে নিযুক্ত করেন; তাহা কি ন্যায়ানুমোদিত? চট দ্বারা নয়নাবৃত করিয়া ঘানি গাছের সঙ্গে বান্ধিয়া দেওয়া হয় না, নচেৎ আর সকলই হয়। কলু সর্ব্বদা কাছে থাকিতে পারে না বলিয়া বলদের গলায় ঘণ্টা বান্ধিয়া দেয়; কিন্তু জেলে কলুর অভাব নাই; সুতরাং ঘণ্টাও বান্ধিতে হয় না। এক জন জমিদারকে ইতরের কার্য্য করাইয়া এক জন মাজিষ্ট্রেট বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজ কাল অনেক জমিদারকে পশুর কার্য্য করাইয়াও অধিক বিখ্যাত হইতেছেন না বড় ক্ষোভের বিষয়। কারাগারে উক্ত রূপ কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সকলে একালে নির্দ্দয় নহেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা কেহই আজ পর্য্যন্ত এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছেন না; ইহাতে বোধ হয় তাঁহারা সামান্য অপরাধের ভদ্র লোক দিগের ঘানি টানা নিষ্ঠুরতা মনে করেন না। যাহা হউক আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট ইহার দোষ গুণ বিশেষ রূপে পুনরায় বিচার করুন।

—সাত্রাগাছি হইতে শ্রীবিপিনবেহারি ভাদুড়ী সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়ে এই পত্র খানি প্রেরণ করিয়াছেন।

মহাশয়! অত্র গ্রামস্থ কোন বিশ্বস্ত লোক প্রমুখাৎ একটী ঘটনা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ১লা পৌষ উক্ত ব্যক্তি শানপর নামক গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিল। অপরাহ্নে তথা হইতে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইতেছিল। ক্রমে একটী ময়দান পার হইয়া সন্ধ্যার পর ইছাপুর নামক পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে কিঞ্চিৎ রাত্রি হইলে বাবু শ্যামাচরণ ডাক্তারের বাটীর পূর্ব্বাংশে বাঁশবাগানের সন্নিকটে আসিবামাত্র সে দেখিল যে, একটী বাঁশ ক্রমে ক্রমে নত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। তাহার এক হস্তে এক আঁটি পাকাটী (পাট কাষ্ঠ) প্রজ্জ্বলিত ছিল। অপর হস্তে শুধু আট আঁটী পাকাটী বাঁধা ছিল, তখন ঝড় বাতাস কিছুই ছিল না। এরূপ ভাবে নত হইল যে বাঁশ তাহার মস্তকে স্পর্শ করে। আবার অবিলম্বে তাহা উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। পথিক মনে২ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া শীঘ্র অপর হস্তস্থিত পাটকাটি গুলা পূর্ব্বে জ্বলিত পাকাটীর সহিত একত্রিত করিয়া সম্যক আলো প্রজ্বলিত করিল। এবং সেই আলোর সাহায্যে বাঁশ ঝাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করায় উক্ত ঝাড়ের সমস্ত বাঁশগুলি একবারে নড়িয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এবং তখন সে এরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল যে কাহাকে যে ডাকিবে তাহার শক্তি ছিল না। এক বারে বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল। যাহাহউক সেই সময়ে পথিকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা সে মূর্চ্ছিত বা হত জ্ঞান না হইয়া অল্পে২ ইছাপুর ছাড়াইয়া সাত্রাগাছীর সীমানায় পদার্পণ করিল। এবং প্রাপ্ত সাহস হইয়া বাটী গমন করিল। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

—বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সম্বাদ সংগ্রহের নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে সম্পাদকেরা এখানে বিশেষ সম্বাদ দাতা প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন।

—আমরা ইতি পূর্ব্বে একবার লিখি যে এদেশের কোথায় কোথায় খাতক ও মহাজনে কজ্জটাকা লইয়া বিবাদ হইলে উভয় ব্যক্তি জলে ডুব দেয় এবং যে অগ্রে জলের মধ্য হইতে মাথা উঠায় সেই জয়ী হয়। সম্প্রতি চিন দেশের এইরূপ আর একটী কৌতুকাবহ প্রথার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে কোন পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে গোলমাল হইলে নানারূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাহার পিতার বিষয় সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু চিন দেশে এরূপ স্থলে কেহ কাহাকে পুত্র বলিয়া কি কেহ কাহাকে পিতা মাতা বলিয়া দাবি করিলে ইহাদের উভয়ের শরীর হইতে রক্ত নিসৃত করিয়া একটী জল পূর্ণ পাত্রে উহার বিন্দু কয়েক স্বতন্ত্র২ রূপে নিক্ষেপ করা হয়। যদি রক্ত বিন্দু জলে পতিত হইয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায় তবে তাহারা উভয় উভয়কে জনক কি জননী ও পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু যদি রক্ত বিন্দু সকল জলে পৃথক২ ভাবে থাকে তবে তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ সাব্যস্ত করা হয়। মৃত পিতা মাতা কি পুত্র এইরূপে নির্ণীত হয়। তাহাদের অস্থির উপর রক্ত বিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদি শোষিত হয় তবে মৃত ব্যক্তি যে তাহার আত্মীয় তাহা সপ্রমাণ হয়।

—পাঠকগণের জানা আছে যে সিন্ধু-ঘোটক অতি ভয়ানক জন্তু। ইহাদের হাতির ন্যায় দাঁত আছে এবং মনুষ্যের সঙ্গে ইহাদের ভারি বিবাদ। কিন্তু আদমের পুত্র এই ভীষণ মূর্ত্তি জন্তুকেও করায়ত্ব করিয়াছেন। বিলাতে একটি পশুশালয়ে দুটি সিন্ধুঘোটক অনেক দিন হইল আনা হয়। ক্রমে ইহাদের একটি শাবক হয়। সকলে আদর করিয়া ইহার নাম গায়ফক্স রাখিয়া দেন। বৎসর বৎসর ইহার জন্ম দিনে একটি মহোৎসব করা হয়। এক ব্যক্তি এই মহোৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং গায়ফক্সের এইরূপ বিবরণ লিখেন। "গায়ফক্স কন্যা সন্তান। ইহার স্বাভাবিক হিংস্রত্ব কিছুমাত্র নাই। যাহার তাহার সঙ্গেএ খেলা করিয়া থাকে। ইহাকে দেখিতে বেশ সুশ্রী। আপাততঃ ইহার ওজনে ২৮ মোন। ইহার মাতা ইহা অপেক্ষা তিন গুণ ভারি। ছোলা, গোম, তুষ, চিনি, বিসকুট ইত্যাদি সে আহার করে। মিষ্ট জিনিষের অত্যন্ত ভক্ত। সে যখন হা করে তখন তাহার দাঁত গুলি অতি সুন্দর দেখায়। প্রাতঃকালে সে ও তাহার মা বাহিরে আসে ও পুকুরে স্নান করে। জলে গিয়া নানাবিধ রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া সাঁতার দেয়। ইহার মাতা প্রায় তাহার সঙ্গে থাকে এবং যদি তাহার কন্যার প্রতি কেহ কুভাবে তাকায় অমনি তাহাকে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ভয় দেখায়। ইহার পিতা প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দাঁত আছে। বৃদ্ধ পিতা স্বতন্ত্র একটি ঘরে থাকে। গায়ফক্সের মাতা প্রায় প্রতি রাত্রি সেখানে গিয়া শয়ন করে, দিনেরবেলা নিজ কন্যার সহিত এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। শুনা যাইতেছে, গায়ফক্সের আর এক ভাই কি বোন্ সত্বর হইবে, এবং পশুশালরের কর্ত্তারা এই নিমিত্ত মহা ব্যস্ত আছেন। বোধ হয় ইহার জন্ম দিনেও আর একটি মহোৎসব হইবে।"

—মান্দ্রাজে নায়দো জাতীয় একজন সম্ভ্রান্ত যুবক সংবাদ পত্রে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে এই রূপ একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, "চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে কোন অবিবাহিতা কন্যা অথবা অল্প বয়স্কা বিধবা যিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ উন্নত মন ও প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করিতে পারেন এবং যিনি প্রকৃত মহত্ব ও প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, এই বাক্যটীর সদুত্তর দিতে পারিবেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন। বিবাহার্থী কন্যাগণ নিজ ২ বোধগম্য ভাষায় সংক্ষেপে ইহার উত্তর পাঠাইয়া দিবেন।"

—অষ্ট্রিয়া রাজ্যে দড়া বাজী সম্বন্ধীয় একটী ভয়ানক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পাঁচতালা একটী ঘরের জানালা হইতে ২৫০ ফিট দূরস্থিত বিপরীত দিকের আর একটী ঘরের জানালা পর্য্যন্ত এক গাছী দড়া টাঙ্গান হয়। কোল্‌টার ও পারগোউইচ্‌ নামক দুইজন বাজিকর দুইদিক হইতে দড়ার উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিবে এবং এবং ঠিক মধ্য স্থলে দুইজন মুখ মুখী হইয়া দুই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইবে। বারোটা বাজিলে দুই বাজিকর হাতে বাঁশ না লইয়া দুই দিকের জানালা হইতে দড়ার উপর দিয়া হাটিতে আরম্ভ করিল। কোল টার কিছু সতর্কতার সহিত হাঁটিতে থাকে কিন্তু পারগোউইচ কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়। অবশেষে তাহারা মুখমুখী হইল। পারগোউইচ্‌ অকস্মাত্‌ চীৎকার করিয়া উঠিয়া কোল্‌টারের মাথায় একটী ভয়ানক আঘাত করে। কোল্‌ টার আঘাত পাইয়া দড়ার উপর হইতে পড়িবার সময় এক হাত দিয়া দড়া এবং আর এক হাত দিয়া আক্রমণকারীর বাম পদ জড়াইয়া ধরে। ইহাতে পারগোউইচ্‌ও পড়িয়া যায়, কিন্তু পড়িবার সময় সে দক্ষিণ বাহুদ্বারা দড়া জড়াইয়া ধরে। কোল্‌টার তাহার ডাইন হাত দিয়া পারগোউইচ্‌কে টানিয়া ফেলিতে যায় এবং পারগোউইচ্‌ ডাইন পা দিয়া কোল্‌টারকে লাথি মারিতে থাকে। দর্শকদের মধ্যে কেহই এই বিবাদ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পায় নাই। পাঁচ তালার উচ্চে এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া অনেক স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে, বলবান পুরুষেরা জড়বৎ হইয়া থাকে। কোল্‌টারের যুবতী স্ত্রী জানালায় মুখ দিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং তাহার স্বামীর জীবন রক্ষার নিমিত্ত পারগোইচ্‌কে অনুনয় বিনয় করে। দড়ার উপর এক মিনিট কাল মাত্র এই বিবাদ হয়। পরে কোল্‌টার ভূমিতে পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পারগোউইচ্‌ আস্তে ২ আবার দড়ার উপর উঠে। পুলিশের লোক আসিয়া তাহাকে দড়ার উপর হইতে নামিতে বলে। সে দড়ার উপর দিয়া দৌড়াইয়া সম্মুখস্থ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই বিবাদের প্রকৃত কারণ এই। কোল্‌টার যে যুবতীকে বিবাহ করে বিবাহের পূর্ব্বে পারগোউইচ্‌ তাহার প্রতি আসক্ত ছিল। বিবাহ হইলে কোল্‌টার এক দিন বলে যে এই বিবাহের জন্য তাহাদের একজনের মরিতে হইবে।

—গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে স্বর্গীয় বাবু দীন বন্ধু মিত্রের "কমলে কামিনী" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় মন্দ হয় নাই।

—মিরার বলেন, কটক হাইস্কুলে কয়েক জন শিক্ষক পানাসক্ত হওয়ায়, অনেক উড়িয়া তাহাদের পুত্র গণকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আইসে। ইহাতে কটক বাসী প্রধান ২ লোকেরা শিক্ষকদিগের চরিত্রানুসন্ধানার্থে কমিসনার বীমস সাহেবের নিকট আবেদন করেন। এই বিষয় তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছে।

—উইলিয়ম ইষ্ট নামক একজন সৈনিক পেশোয়ারে মালিকআতাই নামক একজন এতদ্দেশীয় লোককে গুলিদ্বারা হত করে। এবং তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয় তাহাদের প্রতি গুলি ছোড়ে। এই অপরাধে তাহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

—শ্যাম দেশের রাজার অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। গত সেপ্‌টেম্বর মাসে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাহাকে আবার রাজ্যাভিষিক্ত করা হইয়াছে। রাজ্যভিষিক্ত হওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাকে রাজচিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিনের নিমিত্ত একটি বৌদ্ধ মন্দিরে পৌরহিত্য কার্য্য করিতে হয়। প্রাচীন কাল হইতে শ্যাম দেশে এই একটি প্রথা আছে যখন কোন ব্যক্তি তাহার উচ্চতর ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করে তখন তাহাকে দণ্ডায়মান ও নত হইতে হয়। শ্যামের রাজা এই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে দেশে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট দাসবৎ নম্র থাকে সে দেশের উন্নতি হয় না। তিনি সকল মনুষ্যকে সমান দেখিতে চান।

—আমরা ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সাধারণীর নিম্নোক্ত বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। "আমরা জানি যে এমনই একটি নিয়ম আছে, যে, যে সকল কয়েদী এক জেলখানা হইতে অন্য জেলখানায় চালান হইয়া আসে, তাহারা খালাস হইলে পর যে জেলা হইতে প্রথমে চালান হইয়া আসিয়াছে সেই জেলায় যাইতে পারে এরূপ পাথেয় পাইয়া থাকে। হুগলির জেলে এ নিয়মটি পালন হয় না কেন আমরা বলিতে পারি না। আজ দশ বার দিন হইল জানকীনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি হুগলি জেলখানা হইতে খালাস পায়, সে মুরশিদাবাদ হইতে চালান হইয়া আসে, তাহার বাড়ী রাজশাহী জেলা। তাহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইল ও উদর পূর্ত্তি করিতে হইল। আর এক প্রকার নূতন দণ্ডের সৃষ্টি হইল নাকি? "এতদিন কারাবাস, এত টাকা জরিমানা, তাহার পর এত ক্রোশ স্থিত কারাগার হইতে ভিক্ষা করিতে করিতে প্রত্যাগমন।" আমরা শুনিয়াছি অন্যত্র এই পাথেয় টাকা 'জুডিশিয়াল হেডে" প্রদত্ত হইয়া থাকে। তবে জেলার শার্কি সাহেব, অথবা অধ্যক্ষ ডাক্তার টম সন সাহেব এরূপ কৃপণতা করিতেছেন কেন? ইহাতেত "কারাগার ব্যবসায়ের" কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আমরা ভরসা করি ইনস্পেক্‌টর জেনেরল হীলি সাহেব এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। তাঁহার সদাশয়তায় আমাদিগের আস্থা এখনও অপনীত হয় নাই।"

—সাধারণতন্ত্র রাজ্যশাসন প্রণালীতে ইউরোপের লোকের আস্থা আছে কিনা ইহাই জানিবার জন্য ইউনাইটেডস্টেট্‌সের বেট্‌স নামক জনৈক সেনাপতি হস্তে একটী পতাকা লইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন।

—ন্যাশন্যাল থিয়েটরের কতকগুলি অভিনেতৃ উক্ত থিয়েটর ছাড়িয়া দিয়া গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটর নামে কলিকাতায় আর একটী রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়াছেন। বীডনষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটরের নিকট ইঁহাদের একটী প্রকাণ্ড রঙ্গ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী বুধবারে এই রঙ্গভূমি প্রথম খোলা হইবে। এতৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের সাহায্যার্থে বরিশালে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভাতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা চাঁদা দেন। শ্রীযুক্ত মেঃ এইছ বেনব্রিজ সাহেব কালেক্‌টর মাজিষ্ট্রেট বরিশাল ১০০০ টাকা। এল, আর টটেনহাম জজ সাহেব বরিশাল ২৫০। বাবু রাখালচন্দ্র রায় ও বিহারিলাল রায়চৌধুরী জমিদার লাখুটীয়া ২০০। প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরি জমিদার কীর্ত্তিপাশা ১০০। চন্দ্রনাথ সেন জমিদার বাড়ওা৫০। কৈলাসচন্দ্রসেন উকীল বরিশাল ২৫। স্বরূপচন্দ্র গুহ উকীল জমিদার বরিশাল ১০০ মেঃ জি, জে জার্ডন সাহেব ঐ ২০। মৌলবি মহম্মদ ফাজেল ২৫। গুরুপ্রসাদ সেন ২য় সবার্ডিনেট জজ ৫০। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ডিঃ মাজিষ্ট্রেট ৩০। ত্রৈলক্যনাথ সেন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বরিশাল২০। হরিমোহনসেন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বরিশাল ২০। দীনেশচন্দ্ররায় মুন্সেফ বরিশাল ১০ পূর্ণচন্দ্র সেন উকীল বরিশাল১০। প্রিয়নাথ শর্ম্মা এডিঃ মুন্সেফ ২০। মহেশচন্দ্র বসু সব রেজিষ্টার বরিশাল ১৫। চণ্ডীচরণ রায় জমিদার বরিশাল ২৫। নন্দকুমার ঘোষ উকীল বরিশাল ১০। অম্বিকাচরণ গুহ উকীল বরিশাল শ্রীনাথদত্ত তালুকদার বাট্যাজোড় ২৫০। রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার ২০০। মৌলবি মহম্মদ হাফেজ জমিদার সাএস্তাবাদ ৫০। নবীনচন্দ্র রায় উকীল বরিশাল ৫০। মুন্সী নবাব আলি সব রেজিষ্টার ২০। বাবু দীনবন্ধু সেন উকিল বরিশাল ১০। দুর্গাচরণ পিপলাই উকিল ১০। গোরাচাঁদ দাস উকিল বরিশাল ১০। জগদ্বন্ধু লাহা এম, এ, হেডমাষ্টার ৮। পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরি জমিদার উজিরপুর ২০। অভয়ানন্দ দাস উকিল ১৫। মথুরানাথ রায় চৌধুরি জমিদার সিদ্ধকাঠী ২৫। অভয়চরণ গুহ জমিদার প্যারীলাল রায় উকিল ১১। দুর্গাগতি রায় ২৫। প্যারীমোহন দাস ২৫। চন্দ্রমাধব বন্দোপাধ্যায় ১০। কালীকিশোর রায়চৌধুরি মোক্তার বরিশাল ৫। ঈশ্বরচন্দ্র সেন বরিশাল ১০। ভৈরবচন্দ্র সেন বরিশাল ২০। ভৈরবচন্দ্র দত্ত ১৫। অক্ষয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫। মহিমচন্দ্র দত্ত ডাক্তার বরিশাল ৩। ঈশ্বর চন্দ্র কর ৩। ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি মহিষাদল রাজ বাটির খাজাঞ্জিগিরি পদ শূন্য হইয়াছে মাসিক বেতন ৩০ ত্রিশ টাকা। যে ব্যক্তি বাঙ্গালা মোহরের গিরি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইবেন ও ইংরাজি লিখিতে পড়িতে পারিবেন এবং দুই হাজার টাকা আপন কর্ম্মের জামিনীর মাতব্বরিতে ডিপজিট রাখিতে ক্ষমবান হইবেন তিনি বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আপন ২ যোগ্যতার সার্টিফিকট সহ নিম্নের লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়োগ করা যাইবেক ইতি।

শ্রীকান্তিচন্দ্র দাস।
দেওয়ান মহিষাদল।

## প্রেরিত।

### আশ্চর্য্য ঘটনা।

অদ্য প্রায় দুই সপ্তাহ গত হইল বেলা দুই প্রহর ১ কি দুটার সময় দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার সুতা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উড়িয়া আসিতে লাগিল। উক্ত সুতার গাত্রে এক প্রকার আঁঠার ন্যায় পদার্থ ছিল। উহা উড়িয়া আসিতে আসিতে যে দ্রব্যে সংলগ্ন হইল তাহাতেই একেবারে লাগিয়া গেল। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ ধরিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেখিলাম তাহাতে পক্ষীর পালকাদি পোড়াইলে যে প্রকার একটা তীব্র গন্ধ বাহির হয় তদ্রূপ দুর্গন্ধ বাহির হইল। ঐ সকল সুতা উড়িয়া আইসার সময় এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়াছিল। অনেকানেক বৃদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে এমত আশ্চর্য্য দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কখনই দৃষ্ট হয় নাই। পুনরায় বিগত কল্য সন্ধ্যার পর আর একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৭টার সময় একটী গোলাকৃতি অগ্নিকুণ্ড পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল। ঐ অগ্নিকুণ্ডের উদয়ে দিগ্‌মণ্ডল আলোকময় হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই উক্ত গোলাকৃতি পদার্থ হইতে একটী পুচ্ছ নির্গত হইল এবং তৎপরেই অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্পাদক মহাশয়! এই দুই দিবসীয় ঘটনাতে অনেকেরই মনে ইহা যে কোন অমঙ্গলের চিহ্ন এবং আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ যে অপরিহার্য্য এই বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

চিথলিয়া } আপনার বশম্বদ।
৫ই পৌষ সন ১২৮০। } শ্রীগোকুলচন্দ্র মজুমদার।

## বিজ্ঞাপন।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফঃস্বল আদালত সমূহে প্রবেশ নিমিত্ত যে সকল পরীক্ষার্থী ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা দিবেন, তাহাদিগের পরীক্ষা করণোদ্দেশে যে বোর্ড অব এক্জামিনার অর্থাৎ পরীক্ষক সভা নিযুক্ত হইয়াছেন তৎ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৭৩ সালের ২৯এ অক্টবর ও ২৬এ নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে শ্রীযুত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক দিন নির্দ্ধারিত হইয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেই দিনে কি তৎ পূর্ব্বে উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বয়ের নিমিত্ত যে পরীক্ষার্থীর আবেদন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তিনি যদি সন ১৮৭৩ সালের ১৭ইসেপটেম্বর তারিখের হাইকোর্টের নিয়মাবলীর লিখিত সার্টিফিকেটের আসল সার্টিফিকেট অথবা বিচার বিভাগের কোন হাকিমের দ্বারা তজদিক করা নকল ইত্যগ্রেই প্রেরণ না করিয়া থাকেন তবে তিনি সন ১৮৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত পরীক্ষক সভার সেক্রেটারির নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহার সার্টিফিকেট সকল যে লেফাফার মধ্যে থাকিবে তাহার উপরে তিনি তাঁহার নাম এবং তিনি যে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন তাহা লিখিয়া দিবেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহাদের নামের একটী তালিকা জানুয়ারির মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা পরীক্ষক সভা কর্ত্তৃক যে পরীক্ষার্থী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহার এক খান সার্টিফিকেট এবং তাঁহারা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য যে ফিস দিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহারা যে জেলায় বাস করেন সেই জেলার ট্রেজারি হইতে এক খানি রসীদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যে স্থানে পরীক্ষা দিতে অভিলাস করেন সেই স্থানের পরীক্ষক দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা ঠিকানা লিখিয়া মাশুল দেওয়া এক খান আফিস লেফাফা দিলে তাঁহাদের সার্টিফিকেট সকল তাহা দিগকে ফেরত দেওয়া যাইবে। উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় যাহারা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা যে পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার ফিস দিয়াছেন, কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি হইতে ইহার এক খান রসিদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা কলিকাতায় পরীক্ষক দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন। পরীক্ষকেরা সেই সময় তাহাদের সার্টিফিকেট তাহাদিগকে ফেরত দিবেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫এ, ২৬এ, ২৭এ এবং ২৮এ তারিখে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

২০এ ডিসেম্বর। ১৮৭৩ } সিসিল জ্যাকসন
পরীক্ষক সভার
সেক্রেটারি

## বিজ্ঞাপন।

মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থী বালক দিগের সুবিধার্থ মৎ প্রণীত সংক্ষিপ্ত ইংরাজাধিকৃত "ভারত ইতিহাস" অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপ, ইউরোপীয় দিগের এ দেশে প্রথম আগমানবধি, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের শাসন কাল পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ণিত হইয়া, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় ।৶ আনা মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর সরকার পাড়ায় পাওয়া যাইবে।

১লা পৌষ ১২৮০ } শ্রীহরিমোহন মৈত্র।

## ঢপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত ঢপ সঙ্গীত আমি সমগ্র সংগ্রহ করিয়াছি। এক খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মূল্য ।/০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম, ধাম, ও মূল্য সত্বর প্রেরণ করিবেন।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নং ৫৫। কলিকাতা } প্রকাশক
শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বাস।


## হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১ ডাক মাসুল ৵০

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামক গলি ৭নং বাড়ীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

## নব শিশুবোধ মূল্য চারি আনা

### শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

এই পুস্তকের প্রথমে—বর্ণমালা, বর্ণসংযোগ, কড়ানিয়া গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি, নাম ও পত্র লিখিবার ধারা, গদ্য পাঠ, পদ্য পাঠ, খত কবালা পাট্টা ওকালৎনামা আরজি ও দাখিলা লিখিবার প্রণালী আছে।

পরে অঙ্ক রাখিবার নিয়ম, নামতা, কুচা নামতা, আসামী কাককড়া, তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করের ও স্কুলের মতে হরণ পূরণ, বামেভাঙ্গা হরণ, জমাখরচের প্যাঁচ, কড়িকসা, মোকরা কড়িকসা, মোনকসা, মোকর মোনকসা, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, রতিকসা, বাঁটাকসা, কাগজকসা, সুদকসা, পিতলকসা, বিঘাকালি কাঠাকালি, জমাবন্দি, সপকালি, বরজিয়াকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, দেয়ালকালি, ইটকালি, বদল, আকড়া, ত্রৈরাশিক, মাথট, আসললভ্য, মালসায়েরি, স্থিত পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক, সমান আনামাসা, খড়ি, বস্তৃত রূপে বিবরিত আছে।

পরে—জমিদারী মাপের প্রণালী এবং চিঠা, চিঠার খতিয়ান, জমাবন্দি, কবুলতির তেরিজ, দেহা, থোকা, জমাওয়াশিলবাকি, মাসকাবার জমাখরচ, নিকাসি জমা খরচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে।

শেষে মহাজনী রোকড় খতিয়ান, এবং রেওয়া করিবার প্রণালী আছে।

ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকের এই বর্ণিত বিষয় গুলি সহজে বুঝিতে পারে, আমি তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

## তীর্থ মহিমা।

(তীর্থস্থানের অনাচার এবং মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।)

শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল মেগ্যাজিন আপিসে এবং কলিকাতা ১৪ নং গোওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে। ২

## WANTED

An experienced Head Pandit for the Vernacular School at Searsole, qualified to teach up to the Vernacular Scholarship Course. Salary Rs 20.

Apply with testimonials to Babu Ramesur Maliah. No 6 Collier Place. Howrah. 2


এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।